দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 2 MAY 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬....

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নবাগতদের সমস্যা

মেডিক্যাল কলেজগুলোর মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ঐতিহ্য অনেক দিনের। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের গর্ব করার অনেক কিছু রয়েছে। প্রথমত দেশের সেরা মেডিক্যাল কলেজ ও সেরা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অঙ্গন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাস। আর তাই তাদের নিকট স্বাভাবিক কারণেই দেশের চাওয়া-পাওয়া কিছুটা বেশি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিতভাবে অধ্যবসায়ের সাথে পড়ালেখা করে দেশের সেরা চিকিৎসক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছেন। কেউ কেউ লাভ করছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি। শুধু পড়ালেখা নয়, ছাত্র আন্দোলনেও এ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নেতৃত্ব দিয়েছে— '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সর্বশেষ '৯০-এর গণআন্দোলনে। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও এখানকার ছাত্রছাত্রীরা পিছিয়ে নেই। তদুপরি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করার ক্ষেত্রে এই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের রয়েছে প্রশংসিত ইতিহাস। বিশেষ করে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানের ওপর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "সন্ধানী" বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ছাত্রছাত্রী পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। যা হোক, চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের কলঙ্কজনক দিক হলো ক্যাম্পাস রাজনীতি।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগই দেশের বর্তমান বিশৃঙ্খল ছাত্র রাজনীতির শিকার হচ্ছে। যদিও এখানে যারা পড়তে আসে, তারা দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম। যেমন— এ বছর প্রায় পঁচিশ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এদের ভিতর থেকে মেধানুযায়ী মাত্র প্রথম ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ লাভ করবে। এর জন্য তাদের সর্বক্ষণিক পড়ালেখায় বেশিরভাগ সময় ব্যয় করার কথা। বর্তমান ছাত্র রাজনীতির মতো একটা বিভ্রান্তিকর বিষয় নিয়ে ভাবনার তাই তাদের কোন অবকাশই থাকার কথা নয়। কিন্তু এই নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক অসচেতন বোধকে কাজে লাগিয়ে তথাকথিত ছাত্র নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন তাদের বিপথগামী ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নবাগত ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে 'মুরগি' হিসাবে খ্যাত। এদের ধরার জন্য রাজনৈতিক কর্মীরা যে কিভাবে ওঁৎ পেতে থাকে, তা একজন নবাগত ছাত্র ছাড়া অন্য কারও পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর। ভর্তি পরীক্ষার ফাইনাল রেজাল্ট বের হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক কর্মী শিকারীরা নবাগতদের খোঁজে অভিযানে বের হয়। বিভিন্নভাবে ঠিকানা সংগ্রহ করে সরাসরি বাসায় চলে যায়। কখনওবা ঠিকানা মোতাবেক বাড়িতে বা বাসায় চিঠির মাধ্যমে, আগাম শুভেচ্ছা-স্বাগতম জানায়।

নবাগতদের ধরার সময় অবলম্বন করা হয় কিছু পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে বলা হয় Demo শব্দের উদ্ভব Demonstration থেকে। যখন নবাগতরা প্রথমে ভর্তি হওয়ার জন্য কলেজ ক্যাম্পাসে আসে, যেহেতু তারা নতুন, একটা অস্পষ্ট ধারণা থাকে ডিএমসি ক্যাম্পাস সম্পর্কে। তারা আবেগে উচ্ছ্বাসে সাফল্য লাভের আনন্দে নানাভাবে ইতস্তত ঘুরে-ফিরে বেড়ায় ক্যাম্পাসে। আর সেই সুযোগে রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের Demonstration করেও কাকে কিভাবে ধরতে হবে তার ফন্দি আঁটিতে থাকে।

Demo (ডেমো) দেয়ার সময় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কর্মী শিকারীরা কিছু সাধারণ বুলি আওড়ায়। প্রথমে মুখস্থের মতো তারা তাদের সাধারণ বুলিগুলো আওড়ায়। যেমন তোমার রাজনীতি করতে

অনামিকা

হবে না, মিছিল মিটিংয়ে যেতে হবে না, ফার্স্ট ইয়ারে কি আর রাজনীতি করবে, তুমি শুধু আমাদের সার্কেলে থাকবে আর পড়ালেখা করবে, তোমার পড়ালেখার ব্যাপারে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করব ইত্যাদি ইত্যাদি। কখনও কখনও অবস্থা বুঝে কিছু বইপত্রও দিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম যখন নবাগত ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে এসে বড় ভাইদের এমন সুমধুর আলাপচারিতা ও সহযোগিতার ব্যাপক আশ্বাস পায়, তখন অনেকের কাছেই তাদের খুব আপনজন এবং পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বলে মনে হয়। যদিও পরে এমন সুমধুর ব্যবহার ও সহযোগিতার যথার্থ কোন প্রতিফলন না ঘটে উল্টোটাই ঘটে থাকে। এই নবাগতদের বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি উৎসাহিত করে তোলা হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রে সফলতাও লাভ করে রাজনৈতিক কর্মীরা। নবাগতদের ফাঁদে পড়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

প্রত্যেক পার্টির কিছু স্পেশাল বুলি থাকে। যেগুলো প্রদান করা হয় সাধারণ বুলিগুলোর পর। এ ক্ষেত্রে এক পার্টির কর্মীরা অপর পার্টির কর্মীদের চরিত্র হনন কার্যে লিপ্ত হয়। এক পার্টির কর্মীরা বলে, দেখ আমাদের গ্রুপটা হলো কলেজের ভদ্র ছেলেদের গ্রুপ। কলেজের যাবতীয় ভাল ছাত্র, ভাল খেলোয়াড়, ভাল গায়ক, ভাল বিতার্কিক, সব আমাদের পার্টি করে। আমরা হলাম দেশের বৃহত্তম পার্টি, ওমুকের সৈনিক। আমাদের আদর্শ এই। অন্যদিকে অন্য দলের কর্মীরা বিপক্ষ দলের কর্মীদের চরিত্র হননের কাজ সমান তালে চালিয়ে যায়। ওরা বলে আমাদের গ্রুপের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে ভাল। আমাদের পার্টির ছেলেমেয়েরা কখনও ফেল করে না। এ সময় তারা দু' একজনের সাথে পরিচয়ও করিয়ে দেয়। একদল বলে আমরা হলাম দলের সমর্থক। আমাদের পার্টি করলে যা চাও তা-ই পাবে। কখনও কখনও বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মী সুযোগ বুঝে নবাগতদের সাথে আসা অভিভাবকদের এসব ব্যাপারে অভিহিত করতে থাকে।

এভাবে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের মগজ ধোলাই করার মাধ্যমে একটা দোদুল্যমান অবস্থায় ফেলে দেয়। প্রথম প্রথম দলে টানার সাথে সাথে প্রচুর খাওয়া-দাওয়া ও হার সামগ্রী দেয়া হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো কিছু কিছু ছাত্র আছে যাদের কোনভাবেই বাগে আনা যায় না, তাদের ওপর চলে অকথ্য নির্যাতন। কখনও কখনও হুমকি, মারধর, এমনকি অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শনের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় তাদের। একজন নবাগত ছাত্রছাত্রী যে এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থেকে পড়াশোনা করতে চায় তার কাছে এই বিশ্রী ধরনের ব্যবহার যে কত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় তা ভুক্তভোগী ছাড়া অনুমান করা কঠিন।

উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলোর জন্য নবাগত ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই ক্যাম্পাস এখন একটা কুৎসিত জায়গায় পরিণত হয়েছে। নবাগতদের প্রতি এই রাজনৈতিক অত্যাচারের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও দায়ী :

প্রথমত এর জন্য দায়ী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের প্রশাসনিক জটিলতা। এখানে হোস্টেলের আচরণবিধি, নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন স্থায়ী হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট নেই। ফলে নতুন ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সাথে সাথে সিট বণ্টন করা হয় না। সিট প্রদান করা হয় দু' তিন মাস পর। ইতোমধ্যে ক্লাস শুরু হয়ে যায়। এখানে যারা পড়ালেখা করতে আসে তাদের অর্ধেকের বেশি আসে ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে। ফলে নবাগতদের ধরার সময় রাজনৈতিক নেতারা ভর্তির দু'এক দিনের মধ্যে হলে ওঠার প্রতিশ্রুতি দেয়ায় এবং কলেজ থেকে সিট বণ্টনের বিলম্বের কারণে অনেক বাইরের ছেলেমেয়ে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে হলে ওঠে ও রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। অথচ প্রশাসনের সামান্য সচেতনতা এই সমস্যা দূর করতে পারে। কারণ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসে কোন আসন সঙ্কট নেই। একটা হিসাবে দেখা গেছে, ১৯৯২-৯৩ বর্ষে ছাত্র হোস্টেলে ১২০টা সিটের জন্য ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৪ জন। যাদের মধ্যে আবার অনেকের ঢাকায় আবাসস্থল থাকার কারণে প্রায় ২৫-৩০ জন হলে থাকেনি। তারপরও ৩/৪ মাস পর হলে সিট বণ্টন করা হয়েছিল। প্রতিবছর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। তাই কর্তৃপক্ষ একটু সচেতন হলেই ক্লাস করার অথবা ভর্তির সাথে সাথে সিট বণ্টন করতে পারে। এতে নতুন ছাত্রদের নিয়ে টানা-হেঁচড়া অনেক কমে যাবে।

দ্বিতীয়ত রাজনীতিতে অনিচ্ছুক নবাগত ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই সব সময় সচেতন থাকতে হবে এই অত্যাচার বাঁচিয়ে চলার জন্য। তারা যেন কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক কর্মীদের ফাঁদে না পড়েন।

তৃতীয়ত অভিভাবকদের এসব ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে হবে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা কোন ধরনের রাজনৈতিক সমস্যায় আক্রান্ত কি না।

সর্বোপরি আমার মতে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নবাগতদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করার সমস্যা ও ছাত্র রাজনীতির চাপ ও অত্যাচার না থাকলে এই কলেজ প্রত্যেক নবাগত ছাত্রছাত্রীর জন্য সত্যিই তাদের প্রাণের জায়গা হয়ে উঠবে। এখান থেকে স্বচ্ছন্দে পড়ালেখা করে একজন ভাল চিকিৎসক হিসাবে বের হয়ে দেশ সেবায় নিযুক্ত হতে পারবে। আমরা চাই সে রকম সুন্দর পরিবেশ।